বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

খাজা গোলাম রব্বানীর (রহ.)-এর মাজার শরীফ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

মা সি ক

আত্মার আলো

কুতুববাগ দরবার শরীফের মুখপত্র

নির্মাণাধীন কুতুববাগ দরবার শরীফ জামে মসজিদ, বন্দর, নারায়ণগঞ্জ

সূফীবাদই শান্তির পথ : খাজাবাবা কুতুববাগী

ঢাকা বৃহস্পতিবার ১২ মার্চ ২০১৫ ॥ ২৮ ফাল্গুন ১৪২১ ॥ ২০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩৬ ॥ পরীক্ষামূলক প্রকাশনা ॥ সংখ্যা ১১

হাদিয়া : ১০ টাকা

মেয়েলোকের বাইয়াত-তরিকা গ্রহণের অকাট্য প্রমাণ

আলহাজ মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

রাসুলেপাক (সঃ) যে মেয়েলোকদিগকে বায়েত করিয়াছেন ছহীহ্ হাদিস শরীফে তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। সহিহ্ বোখারী (মিছরী ছাপা) ৪র্থ খণ্ড, ১৫২ পৃষ্ঠা। আম্মাজান হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা.) বলিয়াছেন, হুজুর (সঃ) সূরা 'মোমতাহানাত'-এর আয়াত মৌখিক উচ্চারণের দ্বারা মেয়েলোকদিগকে বায়েত করিতেন। আম্মাজান হযরত আয়শা ছিদ্দিকা (রা.)আরো বলিয়াছেন– তিনি কখনও কোন মেয়েলোকের হস্ত স্পর্শ করেন নাই। ছহীহ্ নেছায়ী শরীফ (২য় খণ্ড, ১০৩ পৃষ্ঠা) ছহীহ্ বোখারী (৩য় খণ্ড, ১২৪-২৫ পৃষ্ঠা) ও ছহীহ্ মোছলেম শরীফের ২য় খণ্ড, ১৩১ পৃষ্ঠায় যে হাদিস বর্ণিত আছে, তাহার মর্ম এইরূপ।

কওলুল জামিল কিতাবে ৫/২৯-৩০ পৃষ্ঠায় মেয়েলোকদিগকে বায়াতের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, শাহ্ আবদুল আজিজ (রা.) বলিয়াছেন– হযরত নবী করিম (সঃ) মেয়েলোকদিগকে মৌখিক বায়াত করিতেন।

রাসুলেপাক (সঃ) মেয়েলোকদিগকে তাসাউফ শিক্ষা দিতেন। বোখারী শরীফ কিতাবুল এয়তেছামে লিখিয়াছেন এবং আবু ছইদ লিখিয়াছেন– নির্দিষ্ট দিনে খোদাপ্রাপ্তি এলেম শিক্ষা দেওয়াতে বেশি ভিড় হওয়ার কারণে, মেয়েলোকগণের জন্য ভিন্ন একটি তারিখ দিয়া, শিক্ষার ব্যবস্থা করার অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাই উক্ত ছাহাবা হইতে বর্ণিত আছে যে, এক নির্দিষ্ট দিন মেয়েলোকদের জন্য ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। যাহা বোখারী শরীফের কিতাবুল এলেম' খণ্ডে বর্ণিত আছে এবং উক্ত ব্যাখ্যায় মেশকাতে বর্ণিত আছে যে, সপ্তাহে একদিন ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন।

মেয়েলোকদের তরিকা গ্রহণ করার নিয়ম রাসুলেপাক (সঃ)-এর উপরোক্ত বর্ণনা দ্বারা বুঝা যাইতেছে। কামেল পীরের নিকট পর্দার আড়ালে থাকিয়া মৌখিক উচ্চারণ দ্বারা, কোন মেয়েলোকের সাহায্যে, পাগড়ির অথবা রুমালের সাহায্যে মেয়েলোকগণ মুরিদ হইতে পারেন। এ প্রসঙ্গে 'জিয়াউল কুলুব ও কৌলুল জামিলে' তাসাউফপন্থি কামেল পীরদের নিকট হইতে শিক্ষা করার হুকুম আছে। (মাকতুবাত শরীফ ১ম খণ্ড) মেয়েলোকদের মধ্যে কিছু মেয়েলোক কামেল ছিলেন।

(ইবনে মাজা) ২য় খণ্ড কিতাবুল হজ্জ। আন ফাছে রহিমা নামক কিতাবের ১৮ পৃষ্ঠায় আছে, উম্মে ওবায়দুল্লাহকে হযরত শাহ আবদুর রহিম মোহাদ্দিস দেহলবী (রহ.) তাওয়াজ্জোহ্‌দানে ফানা ও বাকা পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। রাসুলেপাক (সঃ) পুরুষলোক, মেয়েলোক উভয়ের জন্যই এলেম তলব করা ফরজ বলিয়াছেন– যথা : 'তালাবুল ইলমি ফারিদাতুন আলা কুল্লি মুসলিমিন ওয়া মুসলিমাতিন'।

অর্থাৎ- প্রত্যেক নর-নারীর জন্য এলেম তলব করা ফরজ। এই হাদিসে যে, প্রত্যেক নর-নারীর জন্য এলেম শিক্ষা করা ফরজ বলা হইয়াছে, এখানে কোন এলেম-এর কথা বলা হইয়াছে? এমএ, বি এ পাশ করা না, শুধু ফেকার মছলা মছায়েল শিক্ষা করা না, যে এলেম দ্বারা আল্লাহ্ ও রাসুল (সঃ)-কে লাভ করা যায় ঐ এলেম শিক্ষা করা ফরজ বলা হইয়াছে। এখানে জ্ঞানী মাত্রই স্বীকার করিবেন, যে এলেম দ্বারা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-কে লাভ করা জায়েজ, ঐ এলেমকেই (১) বকাদের জরুরাৎ শিক্ষা করা ফরজ বলিয়াছেন। আরও দেখা যাইতেছে, যে এলেম দ্বারা আল্লাহ ও রাসুল (সঃ)-কে লাভ করা যায়, ঐ এলেম

৩-এর পাতায় দেখুন

আত্মার কু-রিপুগুলি চিনা আবশ্যক এবং দূর করা ফরজ

আলহাজ মাওলানা সৈয়দ হযরত জাকির শাহ্ নকশবন্দি মোজাদ্দেদি কুতুববাগী

শামী প্রণেতা বলিয়াছেন– 'ওয়া হুয়া মাতুফুন আলাল ফিকহি লা-আলাল তায়াবির লাম্মা আলাত মান আন্না ইলমাল ইকলাছি ওয়াল হাসাদী ওয়াল হাসাদি ওয়ার রিইয়ায়ি ফারদুন আইনি মিসলুহা ওয়া গাইরুহা মিন আফাতিন নুকুসিন কাল কাবরি ওয়াস সাহি ওয়াল হাক্‌দি ওয়াল গাছসি ওয়াল গাদাবি ওয়াল আদাওয়াদি ওয়াল বাকদোয়ায়ি ওয়াত তামিয়ি ওয়াল বুগলি ওয়াল বাতরি ওয়াল খাইলা-ই ওয়াল খিয়ানাতি ওয়াল মাদাহিনাতি ওয়াল ইসতেকবারি আনিল হাক্কি ওয়ালমুনকারি ওয়াল মুখাদাতি ওয়াল কিসওয়াতি ওয়া তাওলুল আস্‌লি ওয়া নাহ্-বিহা মিম্মা হুয়া মাইয়িনুন ফি-রাবিইল মুহলাকাতি মিনাল আহবায়ি ক্বালা ফিহি ওয়ালা ইউনফাকু আনহা বিসাররি ফা-ইয়ালজিমুহু আই ইয়াতা আলামা মিনহা মাবিইয়াবী নাফসিহি মুহতাজান ইলাইহি ওয়া আজালতাহা ফারদুন আইনি লা ইয়ামকিনু ইলাবি মারিফাতি হুদু দুহা ওয়া আসবাবিহা ওয়া ইলাজিহা ফা-ইন্না মান লা-ইয়ারিফুস সারিকিয়ি ফিহি'।

অর্থ্যৎ, এল্‌মে তাসাউফ শিক্ষা করা এল্‌মে ফেকাহের ন্যায়ই ফরজে আইন, ফরজে কেফায়া ও মোস্তাহাব। গায়তোল আওতার কিতাবে প্রমাণ হইতেছে, এলমে (১) এখলাছ অর্থাৎ, মানসিক সদগুণগুলি এবং নিজের প্রশংসা , হিংসা, রিয়া এবং (২) ইহা ভিন্ন অহংকার, আদায়তী, প্রবঞ্চনা, ক্রোধ, লোভ, বোখিলী তোষামোদ, সত্য হইতে ফিরিয়া থাকা, চক্রান্ত, প্রতারণা, নিষ্ঠুরতা, দুরাশা প্রভৃতি কু-রিপুগুলির বিষয় এহ্‌ইয়াউল উলমুদ্দিন কিতাবে আছে– যে এইসব ক্ষতিকারক রিপু হইতে কোন মানুষই খালি নহে, কাজেই সকলেই ঐ বিষয়ে আবশ্যক পরিমাণ শিক্ষা দরকার। ঐ সকল কু-রিপুগুলো দিল হইতে দূর করা ফরজ। আবার এসব রিপুগুলির পরিচয়, উহা দূর করিবার নিয়ম এবং প্রতিষেধক

২-এর পাতায় দেখুন

নামাজ হল মুমিন লোকের জন্য মেরাজ
–আল হাদিস

আত্মার আলো

আত্মার কু-রিপুগুলি চেনা আবশ্যক এবং দূর করা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

না জানিলে, উহা কীভাবে দূর করা সম্ভবপর হয়? বাস্তবিক পক্ষে, যে ব্যক্তি পাপের কাজগুলি চিনিতে ও জানিতে না পারে, সে ব্যক্তি উহাতে পতিত হইয়া থাকে। হাদিস শরীফে আছে– 'আলা ইন্নাফিল জাসাদি মুদ গাদান, ইজা সালুহাত সালুহাল জাসাদু কুল্লুহু ওয়া ইজা ফাসাদাত, ফাসাদাল জাসাদু কুল্লুহু আলা ওয়াহিয়াল ক্বাল্‌ব'।

জনাব মাওলানা শামছুল হকসাহেব এই হাদিসের নিম্নলিখিত রূপ ব্যাখা করিয়াছেন– অর্থাৎ, সাবধান, নিশ্চয় মানুষের অজুদের ভিতরে এমন এক টুকরা মাংস আছে, সেই মাংস টুকরা যখন যথারূপ পবিত্র হয়, তখন সমস্ত অজুদই পবিত্র হয়। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ মানব দেহটিই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হইতে থাকে। আর সেই মাংস টুকরা যখন খারাপ হইয়া পরে, তখন সমস্ত অজুদই খারাপ হইয়া যায়। অর্থাৎ, মানব দেহের কোন অংশ বা কোন অঙ্গই তখন সঠিকভাবে পরিচালিত হয় না। এই হাদিস বোখারী শরীফের একটি অংশ। ইহা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, ইহাতে মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিতের দ্বারা, মানুষের প্রকৃত উন্নতির উপায় উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং সর্তক করা ইহয়াছে যে, মানবের স্থুল দেহের উন্নতি অপেক্ষা সূক্ষ্ম আত্মার উন্নতির উপরই মানুষের প্রকৃত ও মুখ্য উন্নতি নির্ভর করিয়া থাকে।

টীকা : (১) এল্‌মে এখলাছ, যে বিদ্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয়, (২) রিয়া-ভণ্ডামী বা মানুষকে দেখানোর জন্য এবাদত করা হয়।

আত্মার উন্নতি সাধিত না হইলে, মানবজীবন বিফল ও অত্যন্ত বিড়ম্বনায় পতিত হয়। মানুষের অজুদ বা অস্তিত্ব দুই ভাগে বিভক্ত 'স্থুল দেহ' যাহা বাহ্য দৃষ্টিতে বা যান্ত্রিক সাহায্যে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে থাকে, এবং সূক্ষ্ম আত্মা' যাহা ঐরূপ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে না। মানুষের স্থুল দেহের সৃষ্টি মূলে যেরূপ বিভিন্ন উপাদান রহিয়াছে, যথা : পানি, মাটি, আগুন, বাতাস, সেরূপ তাহার এই ভৌতিক দেহাভ্যন্তরে পাঁচ প্রকারের আত্মাও রহিয়াছে।

প্রথম : পশুর আত্মা, যাহা দ্বারা খাওয়া, শোওয়া, কামরিপু চরিতার্থ করা ইত্যাদি প্রবৃত্তির উদ্রেক হয়। দ্বিতীয় : হিংস্র জন্তুর আত্মা, যা দ্বারা দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ও রাগের বশীভূত হইয়া মারামারি, কাটাকাটি, ঝগড়া-ফাসাদ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের প্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। তৃতীয় : শয়তানের আত্মা, যাহার প্ররোচণায় পাপাচার, অহংকার মিথ্যা ও সূক্ষ্ম কূটকৌশলের দ্বারা মানবকে ধোকা দেওয়া ইত্যাদির প্রবৃত্তি উদিত হয়। চতুর্থ : ফেরেশতার আত্মা, যাহা দ্বারা সদাচার, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যতা, পরোপকারিতা ও আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করা ইত্যাদির আগ্রহ আকর্ষণ জন্মিয়া থাকে। পঞ্চম : মানুষের আত্মা, তাহার কর্তব্য হইতেছে, প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় আত্মাকে বশ করার দ্বারা উহাদিগকে কু-প্রবৃত্তির দিক হইতে ফিরাইয়া, ফেরেশতার আত্মার সদগুণাবলীতে পরিণত ও পরিচালিত করা এবং আল্লাহ্‌র মারেফত মহব্বত হাসিল দ্বারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র খেলাফত কায়েম করা। অনেক সময় দেখা যায়, একজন লোক যখন তাহার কোন আত্মীয়কে বা অন্য কোন লোককে স্বপ্নে দেখিল যে, সে বহু বিষয় আলাপ আলোচনা করিয়া চলিয়া গেল।

যে ব্যক্তি স্বপ্নে দেখিল তাহার সব কথা স্মরণ রহিল। এমন কি অনেক সময় অনেকে কোন বিপদে পড়িলে, তাহার কোন আত্মীয় স্বপ্ন যোগে উপস্থিত হইয়া বলিয়া থাকে– তুমি এই ব্যবস্থা কর, এই ব্যবস্থা করিলে তোমার মসিবত দূর হইয়া যাইবে। দেখা যায় সেই ব্যবস্থা করার সঙ্গে সঙ্গে বিপদ দূর হইয়া যায়। কিন্তু যে ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখিল এবং বিপদ দূর হওয়ার ব্যবস্থা করিল, সেই ব্যক্তি জানেইনা যে, তাকে দেখিল ও ব্যবস্থা করিল?

টীকা- (১) অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষও একটি প্রাণী বটে। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় মানুষ কেবল মাত্র নিম্ন জগতের ভৌতিক পদার্থের দ্বারাই সৃষ্টি নয়। মানুষের দেহ ভৌতিক পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এ মধ্যস্থ মাটি, পানি, অগ্নি ও বাতাস জাতীয় পদার্থ নিচয়ের সংমিশ্রণে যে বাষ্প বা বিদ্যুৎ যাতীয় সূক্ষ্ম শক্তিশালী পদার্থের সৃষ্টি হয়, সেই বাষ্পের দ্বারাই মানুষের নফসে আম্মারার (প্রবৃত্তির) সৃষ্টি। ইহাতে অতি শক্তিশালী পদার্থ, এমন কি বিদ্যুৎ অপেক্ষাও অধিক শক্তিশালী। কিন্তু এই শক্তিটি ভালো-মন্দ বিবেচনা ও পরিণাম চিন্তা বিবর্জিত। তদুপরি মানব দেহের সৃষ্টির মূলে উর্ধ্ব জগতের একটি জিনিসও মিশ্রিত রহিয়াছে। তাসাউফের ভাষায় সেই জিনিসের নাম হইতেছে– 'রূহ্', উহাকেই মানবআত্মা বা বিবেক কিংবা আক্কেল বলা হয়। এখন চিন্তার বিষয় এই যে, কে কাহাকে স্বপ্নে দেখিল। যাহাকে স্বপ্নে দেখিল তাহার না জানার কারণ কি? ইহার দ্বারা প্রমাণ হয়, মানুষের ভিতরে একাধিক আত্মা রহিয়াছে, এখানে আরও প্রমাণ হইতেছে যে, জীবাত্মা মানবাত্মাকে স্বপ্নে দেখিল, স্বপ্ন দর্শকের অর্থাৎ, জীবাত্মা কোন খবর রাখে না। অর্থাৎ, যাহাকে স্বপ্নে দেখিয়াছে, তাহার জীবাত্মায় কোন খবরই রাখে না। প্রথমোত : তিনটি আত্মাকেই তাসাউফের পরিভাষায় 'নফসে আম্মারা' বলা হয় এবং চতুর্থ, পঞ্চম এই দুইটিকে রূহ্, আক্কেল বা বিবেক বলা হয় এবং এটিই হইতেছে বিবেক, বুদ্ধি ও মানবাত্মা। অতএব, উপরে বর্ণিত বিশেষণের দ্বারা দেখা গেল যে, এ পাঁচ প্রকারের আত্মাই তাসাউফের পরিভাষায় দুই নামে পরিচিত হইয়াছে। প্রথম প্রকার 'নফসে আম্মারা'। ইহার তিনটি বিভাগ যথা : পশুর আত্মা, হিংস্র জন্তুর ও শয়তানের আত্মা এবং দ্বিতীয় প্রকার 'রূহ্' অর্থাৎ, মানবাত্মা বা বিবেক ও আক্কেল, ইহার দুইটি বিভাগ, যথা : ফেরেশতার আত্মা ও মনুষ্য আত্মা।

রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) বলিয়াছেন– 'আলা ইন্নাফিল জাসাদি মুদগাতান'। বলিয়া মানব দেহের যে বিশিষ্ট অংশটির প্রতি আঙ্গুল নিদের্শ করিয়াছেন, সে অংশটি হইতেছে এই 'রূহ্ বা আক্কেল কিংবা বিবেক। ইহার উন্নতিতে পূর্ণ মানবদেহের উন্নতি এবং ইহার অবনতিতে পূর্ণ মানব দেহের অবনতি হইয়া থাকে। তাহাই রাসুলেপাক (সঃ) বলিয়াছেন– 'ইযা সালুহাত সালুহাল যাসাদু কুল্লুহু ওয়া ইযা ফাসাদাত ফাসাদাল যাসাদু কুল্লুহু'।

এখন দেখিতে হইবে যে, ঐ অংশটির উন্নতির অর্থ কি? বস্তুত : প্রতিটি জিনিসের উন্নতি বা অবনতির গুণাগুণ বিচার করা হয়, উহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সুষ্ঠতার দ্বারা। তাই এখানে দেখিতে হইবে যে, রুহ্ বা বিবেকের উপর কি কি দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। কারণ রুহ্ বা বিবেক বলিয়া যে দুইটি আত্মার কথা হইয়াছিল, অর্থাৎ, ফেরেশতার আত্মা ও মানবাত্মা, উহাদের কর্তব্য ছিল সদাচার, সততা, সত্যতা ও আল্লাহর বশবর্তীতে ইত্যাদির প্রতি আকৃষ্ট করা। তাহার সঙ্গে সঙ্গে নফসের মধ্যে যে অপর তিনটি শক্তি বা আত্মা আছে, উহাদিগকে বশে আনিয়া ফেরেশতার আত্মার মতো সদগুণাবলীতে পরিচালিত করা। অতএব, রূহ্ বা বিবেকের দায়িত্ব ও কর্তব্যও তাহাই হইবে। এই মহান কর্তব্য পালনে রূহ্, মানবাত্মা বা বিবেক যতটুকু উন্নতি করিতে পারিবে, পূর্ণ মানব দেহটি ততটুকুই উন্নতি লাভ করিবে। এমনকি অবশেষে এ রূহ্ বা মানবাত্মা যে উর্ধ্ব জগত হইতে আসিয়াছিল, পুনরায় সেই মানবাত্মা, সেই উর্ধ্ব জগতে অর্থাৎ, বেহেশতে গিয়া পৌছিবে। পক্ষান্তরে রূহ্ বা মানবাত্মা নিজের এ কর্তব্য ত্রুটি দ্বরা, সে নিজেই যদি নফস বা এ তিন প্রকার আত্মার বশ্যতা স্বীকার করিয়া অবনতিতে পতিত হয়, তা হইলে মানবাত্মা অবনতির তিমির গহব্বরে পতিত হইবে এবং শেষ ফলে ঐ রূহ্ বা মানবাত্মা সর্বনিম্ন জগতে অর্থাৎ, জাহান্নামে যাইয়া পৌছিবে।

আধ্যাতিক জ্ঞানবিশারদগণ বা তরিকতের মোস্তাহেদগণ, রূহ্ বা বিবেকের উন্নতির পাঁচটি স্তর বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রত্যেকটির নামকরণও করিয়াছেন। পূর্বেই ইঙ্গিত করা হইয়াছিল যে, রূহ্-মানবাত্মা বা আক্কেল ও বিবেককে তাসাউফের পরিভাষায় 'লতিফা' নামে নামকরণ করা হইয়া থাকে। সেই অনুসারেই রূহের উন্নতির পাঁচটি স্তরের নিম্নলিখিত রূপে নামকরণ করা হইয়াছে। যথা : এক, লতিফায়ে ক্বালব, মানুষ যখন আল্লাহ্‌কে সরণ করে, অল্লাহ্‌র নাম উচ্চারণ দ্বারা আল্লাহ্‌র জিকির করে, তখন সে এই লতিফায় ক্বাল্‌বের কর্তব্য পালন করে।

দুই, লতিফায়ে রূহ্, মানুষ যখন আল্লাহ্‌র মহৎ গুণাবলীর ধ্যান করে এবং এ ধ্যানের দ্বারা নিজের মধ্যে এ গুণের প্রতিবিম্ব হাসিল করে যেমন, আল্লাহ্ দয়ালু দয়াময় ইহার ধ্যান করে নিজের ভিতর এরূপ অবস্থার সৃষ্টি করা যে, আমাকেও দয়ালু হইতে হইবে এবং দয়ালুর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে হইবে। ইহা হইতেছে, লতিফায় রূহের কর্তব্য পালন করা।

তিন, লতিফায়ে ছের, মানুষ যখন আল্লাহ্‌র গুণাবলীকে ধ্যানের দ্বারা সেই গুণাবলী নিজের মধ্যে হাসিল করার জন্য সচেষ্ট হয়, তখন তাহার সিনার অভ্যান্তরে আল্লাহ্‌র মারেফতের দ্বার খুলিয়া যায়, ইহাই হইতেছে লতিফায়ে ছেরের কর্তব্য।

চার, লতিফায়ে খফী, মানুষের মধ্যে যখন আল্লাহ্‌র মারেফতের দ্বার খুলিয়া যায়, তখন মানুষ আল্লাহর গুণে মুগ্ধ ও অভিভূত হইয়া আল্লাহ্‌র আশেকে ও প্রেমিকে পরিণত হইয়া যায় এবং নিজের নফসের মধ্যে যে সব কু-প্রবৃত্তি আছে, উহার প্রতি ঘৃণা জন্মিয়ে যায় এবং সেগুলিকে 'ফানা' বিলুপ্ত করিয়া দেয়। অর্থাৎ, সেগুলিকে পূর্ণরূপে দখল ও অধিকার করার শক্তি ও সামর্থ্য অর্জন করা, ইহাই হইতেছে, লতিফায় খফির কর্তব্য।

পাঁচ, লতিফায়ে আখফা, মানুষ 'ফানা ফিল্লাহ্' অর্থাৎ, নফসের সমুদয় কু-প্রবৃত্তিগুলিকে দখল ও দমন করার সামর্থ্য লাভ করার পর, বাকা বিল্লাহ্' অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত হওয়ার মর্তবায় পৌছে, অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র মারেফত লাভ করে, ইহাই হইতেছে, লতিফায় আখফার মর্তবা ও মর্যাদা। এই অবস্থাতেই রূহ্, বিবেক বা আক্কেলের পূর্ণ শুদ্ধি হইয়া যায়। এই অবস্থার পর আর বিবেক-আক্কেলকে কু-প্রবৃত্তির বশীভূত হইতে হয় না। রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) মানবকে স্বীয় আক্কেল-বিবেককে সঠিক করার প্রেরণাও দান করিয়াছেন। উহার উদ্দেশ্য হইতেছে, পর্যায়ক্রমে উল্লেখিত ব্যবস্থা ও অবস্থাসমূহের সৃষ্টি করা এবং ইহাই হইতেছে, মানবাত্মার চরম ও পরম উন্নতির শেষ পর্যায়।

কুতুববাগী কেবলাজানের বিশেষ কেরামতি প্রকাশ

শেষ পৃষ্ঠার পর

এরমধ্যে ঈমানের কমজোর নাকেস মুরিদগণ বলাবলি করছে- যদি ওরছের দিনও হরতাল-অবরোধ থাকে তাহলে যে কি হবে জানি না। দিন-রাত কষ্ট করে এত বিশাল আয়োজন হচ্ছে, কিন্তু যদি লক্ষ লক্ষ জাকের ভাই-বোন ঢাকাতেই আসতে না পারলো, তবে তাদের মনে কষ্টের সীমা থাকবে না'। এমনই এক সন্ধিক্ষণে ২০ জানুয়ারি সন্ধ্যার পর, সিনিয়র কয়েকজন জাকের ভাই কেবলাজানের সঙ্গে দেখা করে বিনয়ের সঙ্গে বললেন- বাবা, দেশ ও দেশের বাহির থেকে ফোন আসতেছে, বিভিন্ন এলাকার কিছু কিছু জাকের ভাই- বোনেরা ভয় পাচ্ছে, কাফেলা নিয়ে আসতে সাহস করছে না। আবার কোন কোন এলাকার ভাইজানেরা বলছেন, গাড়ি ভাড়া করেছি, কিন্তু এখন ওই সব গাড়ির মালিকগণ গাড়ি ভাড়া দিতে চায় না। তারা ভয় পাচ্ছে, পথে যদি কোন বিপজ্জনক ঘটনা ঘটে! যেভাবে পেট্রোল বোমার আতঙ্ক চারদিকে, অনেক গাড়ির মালিক অগ্রিম দেয়া টাকা ফেরৎ নিতে বলে। এই অবস্থার মধ্যে তাদের কী বলবো? এ কথা শুনে কেবলাজান বললেন- জাকেরদেরকে বলেন তারা যেন, আল্লাহ্‌র জিকিরের সাথে রওয়ানা করে। আল্লাহ্‌র রহমতে তাদের একটা চুলেরও ক্ষতি হবে না। আপনারা পরামর্শ করেন কীভাবে তারা আসতে পারে, তারপর আমাকে জানান। অনেকেই বিভিন্নরকম পরামর্শ দিলেন যে, কীভাবে আশেকান-জাকেরান ভাই-বোনেরা নিরাপদে ওরছ শরীফে শামিল হতে পারে। তাদের পরামর্শগুলো লেখা হলো এবং কেবলাজানের কাছে উপস্থাপন করা হল। কেবলাজান বললেন– বাবারা, জাকেরদের বলেন তারা যেন আল্লাহর নাম নিয়ে রওয়ানা করে, পথে তাদের কোনরূপ সমস্যা হবে না। সকল বালা-মসিবত আল্লাহ্ দূর করে দিবেন। আল্লাহ্‌র কাছে আমার আশেকান-জাকেরানদের জন্য সার্বিক নিরাপত্তা চাইবো, যেন সহি-সালামতে তারা আপন পীরের বাড়ির ওরছ শরীফে শামিল হতে পারে।

কেবলাজানের নির্দেশ তখনই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন এলাকার জাকের ভাই-বোনদের জানিয়ে দেয়া হলো। কেবলাজানের হুকুম পেয়ে তরিকার নিয়মে পাক কালাম ফাতেহা শরীফ পাঠ করে, জাকের ভাই-বোনেরা আপন মুর্শিদের শিক্ষা আল্লাহ্‌র জিকির করতে করতে রওয়ানা হয়ে আসতে লাগলেন।

দেশব্যাপী চলছে রাজনৈতিক অস্থিরতা জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন, হরতাল-অবরোধের তাণ্ডব পেট্রোল বোমার আগুনে পুড়ে, হাসপাতালের বিছানায় মৃত্যুর সাথে জীবন-মরণ লড়াই করছে কত নিরীহ মানুষ। আবার অকাতরে মারা যাচ্ছে অনেকে। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহতায়া'লার নৈকট্য লাভের আশায়, এমন বৈরী অবস্থার মধ্যে জীবন বাজি রেখে, শুধু মুর্শিদের প্রেমে বেহুশ-বেকারার হয়ে চারদিক থেকে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসতে লাগলেন আল্লাহ্‌র প্রেমিক অসংখ্য নারী-পুরুষ। হে প্রভু তোমার লীলা অপার। ধীরে ধীরে আনোয়ারা উদ্যানের বিশাল ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠলো, ২৩ জানুয়ারি জুমার নামাজের আগেই। কিন্তু বৃহস্পতিবার গুরুরাত্রে রহমতের ডাকে যখন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান মঞ্চে শুভাসন গ্রহণ করলেন, তখন হঠাৎ এত মানুষের আগম ঘটলো যা অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যদিও রাতভর দূর-দূরান্ত থেকে কাফেলা আসছিলো, যা শুক্রবার সকাল এগারোটা পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। তবুও ওই সময়ে রাত তিনটা, যারা ওরছ শরীফস্থলে উপস্থিত ছিলেন, তারা নিশ্চয়ই দেখেছেন ঘটনাটা। ওই রাতে কোত্থেকে আসলো এত বিপুল সংখ্যক মানুষ! এরা কি সবাই মানুষ ছিলেন? না কি মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলেন অসংখ্য ফেরেশতা ও অলি-আল্লাহ্‌র রূহানি পবিত্র আত্মা! প্রিয় পাঠক, এর চেয়ে বড় কেরামতি আর কী হতে পারে? এরপর শুক্রবার জুমার নামাজের আগে দেখা গেলো আরো এক বিশেষ কেরামতি, নামাজের কিছুক্ষণ আগেও ময়দান কিছুটা ফাকা ফাকা ছিল। কিন্তু দেখা গেল, অল্প সময়ের মধ্যে উদ্যান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে গেল। শুধু মানুষ আর মানুষ! দূরপাল্লাসহ রাস্তাঘাটের যা বিপদজ্জনক অবস্থা, তার ভেতর এত মানুষ কী করে আসলো? কিন্তু কারো চোহারায় ক্লান্তির ছাপ নেই। তাদের অন্তর মুর্শিদের প্রেমে একাকার বলেই, শত কষ্ট স্বীকার করে এসেছেন, শুধু আপন মুর্শিদের সহবত লাভের আশায়। কেবলাজানের সহবত লাভে অন্তর ভরপুর করে, আবার ফিরে গেছেন যার যার জাগতিক সংসারের টানে।

প্রতি বছরের মতো এবারও পুরনো জাকের ভাই-বোনদের সঙ্গে এসেছেন নতুন ভাই-বোন। তরিকায় ভর্তি হওয়ার পর তাদের অনুভূতি ছিলো এমন– সত্যি আজ আমরা মহা এক নিয়মত পাইছি! যেন মুর্শিদের উছিলা ধইরা আল্লাহ-নবীর দেখা পাই। আপনারাও দোয়া করবেন, এত দিন চোখ ছিল তবু অন্ধ ছিলাম, এখন মনে হলো সেই চোখে আলো জ্বালায় দিছেন খাজাবাবা কুতুববাগী।

ঢাকার বাহির থেকে কাফেলা নিয়ে আসা জাকের ভাইজানদের সঙ্গে কথা বললাম। তারা কঠিন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন- বাবার দোয়ায় কোন সমস্যা হয় নাই, বরং গাড়ি কোথাও থামালে ওখানকার লোকজন জিজ্ঞেস করেছে, আমরা কুতুববাগ দরবার শরীফের ওরছ শরীফ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমায় যাচ্ছি শুনে অনেকেই বাবাজানের কাছে দোয়া চাইছে। আর বলছে এবার যেতে পারলাম না, আশা রাখি আগামী ওরছ শরীফে শামিল হবে ইনশাআল্লাহ'। এর কিছুক্ষণ পর বেনাপোল থেকে একটি কাফেলা এসে পৌছালে লক্ষ করলাম, তাদের মধ্যে কিছুটা ক্লান্তি আর আতঙ্কের ছাপ, তবু মনোবল তাজা! এগিয়ে সালাম দিয়ে কুশল জানতে চাইলাম, প্রায় একই সঙ্গে অনেকেই বললেন– ভালো আছি, বাবাজানের দোয়ার বরকতে জীবন নিয়ে মুর্শিদের দরবারে আসতে পারছি! জিজ্ঞেস করলাম পথে কোন অসুবিধা হয়েছিল? তারা বললেন- আরে ভাইজান একবার না, তিনবার পিকেটারদের কবলে পড়ছিলাম। গাড়িতে দুইবার পেট্রোল বোমা মারছে। কিন্তু কেবলাজানের দোয়ার বরকতে একবারও বোমা ফাটে নাই! একটা বোমা গাড়ির ছাদে পড়ে গড়িয়ে মাটিতে পড়লো। অপরটা গ্লাসে পড়ে গ্লাস ভাঙ্গলো, কিন্তু ভেতরে পড়লো না। কী বলবো, বাবাজান আমাদের একটা কেরামতিই দেখাইছেন। পাশ থেকে একজন জিজ্ঞেস করলেন- তখন কি গাড়ি চলছিলো? কাফেলার একজন বললেন- চলন্ত অবস্থাতেই মারছে।

> জামানার মোজাদ্দেদ হয়ে যারা পৃথিবীতে এসেছেন, তারা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয় এবং সম্মানীত বলেই, তাদের ভক্ত-অনুসারিদের জন্য, দয়ালু আল্লাহতায়া'লার দরবারে কিছু দাবি করলে, আল্লাহ্ মঞ্জুর করেন। এ বিষয়ে জগৎবিখ্যাত মনীষী-পণ্ডিত ব্যক্তিত্বরাও প্রমাণ সহকারে বিশদভাবে লিখে গেছেন, কামেল মুর্শিদদের অলৌকিক শক্তি বা কেরামতির বর্ণনা। এ কথা ঈমানী মানুষ মাত্রই বিশ্বাস করবেন। আর অবিশ্বাসীরা কখনোই সহজে বিশ্বাস করবে না।

মুর্শিদের কথা পরমসত্য, অলি-আল্লাহ্‌র জবান, মহান আল্লাহ্‌র জবান। জামানার মোজাদ্দেদ হয়ে যারা পৃথিবীতে এসেছেন, তারা আল্লাহ্‌র কাছে অধিক প্রিয় এবং সম্মানীত বলেই, তাদের ভক্ত-অনুসারিদের জন্য, দয়ালু আল্লাহতায়া'লার দরবারে কিছু দাবি করলে, আল্লাহ্ মঞ্জুর করেন। এ বিষয়ে জগৎবিখ্যাত মনীষী-পণ্ডিত ব্যক্তিত্বরাও প্রমাণ সহকারে বিশদভাবে লিখে গেছেন, কামেল মুর্শিদদের অলৌকিক শক্তি বা কেরামতির বর্ণনা। এ কথা ঈমানী মানুষ মাত্রই বিশ্বাস করবেন। আর অবিশ্বাসীরা কখনোই সহজে বিশ্বাস করবে না।

দেশের রাজনৈতিক এমন দুর্যোগের মধ্যে কীভাবে এত মানুষ ঘরের বাহির হতে পারে? এ বাহির তো টাকা-কড়ি কিংবা জাগতিক মোহে নয়, এ শুধু মুর্শিদের প্রেম বিনিসুতার টান। নইলে শত শত মাইল দূর থেকে কুতুববাগ দরবার শরীফের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমায় শামিল হতে পারতেন কি? এর চেয়ে অলৌকিক কেরামতি আর কী হতে পারে? খাজাবাবা যে কথা দুই মাস আগে বলেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে তা-ই ঘটলো দুই মাস পরে। সোবহান আল্লাহ! এ থেকেই বোঝা যায়, বিজ্ঞানের আবিস্কার যেখানে শেষ, সেখান থেকেই কামেল মুর্শিদের কেরামতি শুরু, এতে কোন সন্দেহ নাই। আর কোরআন হাদিস মতেও অসংখ্য নবী-রাসুল ও অলি-আল্লাহর রূহানি পবিত্র আত্মার মিলন স্থানে আল্লাহর পক্ষ থেকে অশেষ রহমত, বরকত ও মহা নিয়ামত বর্ষিত হয়।

ওরছ শরীফের পর সবকিছু মিলিয়ে দেখা গেল, অন্যান্য বছরের চেয়ে এবারের মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমা আল্লাহর রহমতে অধিকতর সুচারুরূপে সফল হয়েছে। যখন চারদিকে চলছে হরতাল-অবরোধ আর পেট্রোল বোমায় পুড়ছে মানুষ, তখন এর থেকে রক্ষা ও আত্মার মুক্তি কামনায় ঢাকার ফার্মগেটে ধর্মীয় মহা ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে উদ্‌যাপিত হচ্ছে, কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমা ২০১৫। আরোও অবাক হওয়ার বিষয় ছিলো, শুক্রবার জুমার আগে বেলা বারোটায় যখন কেবলাজান মঞ্চে আগমন করলেন, সত্যিই অবিশ্বাস্যভাবে যেন, স্বর্গীয় একটা শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হলো। এমনই মনোরম পরিবেশ ওই দিন গভীর রাত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। যারা ওরছ শেষেও কিছুদিন দরবারে অবস্থান করছিলাম, তারা অনেকেই অনুভব করেছি। অগণিত জাকের ভাই-বোনের খেয়াল ছিলো কেবলাজানের প্রতি। সবাই মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন, আপন মুর্শিদের অমূল্য দিক-নির্দেশনা ও নসিহতবাণী। এরপর বিশ্ববাসীর শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি কামনা করে, মহান আল্লাহর শাহী দরবারে বিশেষ মোনাজাত করেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজর। তিনি আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে বলেন, হে আল্লাহ, তোমার আশেক পাগল অসংখ্য নারী-পুরুষ এই দুর্যোগের মধ্যেও কত কষ্ট করে, দয়াল নবীর সত্য তরিকার দাওয়াতে হাজির হয়েছে। তুমি তাদের সবাইকে আজ ক্ষমা করে দাও। যেভাবে তারা তোমার অলি-আউলিয়াদের মহামিলনে হাজির হয়েছে, তেমনি করে নিরাপদে বাড়ি পৌছে দিও আল্লাহ। আজ আমার একটা আশেক-জাকেরকেও খালি হাতে ফিরাবা না, এই বলে সারা বাংলাদেশের সার্বিক কল্যাণ কামনা করেন। কেবলাজান প্রতি বছরের মতো এবারো ওরছ শরীফ শেষে কয়েকজন জাকের ভাইজানকে বললেন- বাবারা, জাকেরদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, পথে যেতে কোন অসুবিধা হলো কি না। তারা কে কেমন আছেন খোঁজ নেন, আমাকে জানান। সত্যিই কামেল মুর্শিদের কথা বর-হক। আমরা খোঁজখবর নিয়ে জানলাম যে, সবাই আল্লাহর রহমতে নিরাপদেই নিজ নিজ গন্তব্যে পৌছে গেছেন। কোন কোন জাকের ভাই বোনরা বলেছেন– ওরছ শরীফে আসার সময়ের চেয়েও, বেশি নিরাপদ লক্ষ করছি, বাবাজানের দোয়া নিয়ে বাড়ি ফেরার সময়। আমাদের মনেই হয়নি যে, দেশে দীর্ঘদিন হরতাল-অবরোধ চলছে, যেন স্বাভাবিক সময়ের মতোই সবকিছু ঠিকঠাক। এ সবই কেবলাজানের দোয়ার বরকতে সম্ভব হয়েছে।

কেবলাজানের আরও একটা বিশেষ কেরামতি দেখলাম, তা হলো তাবারকের জন্য যে পরিমাণ সামগ্রী মালখানায় মজুত হয়েছিল, তা দিয়ে দু'দিনব্যাপী চব্বিশ ঘন্টা বিরতিহীনভাবে এত মানুষকে তাবারক খাওয়ানো সত্যিই অসম্ভব। কিন্তু এ ক্ষেত্রে খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তিনি বলেছিলেন- এই ওরছ শরীফে যদি সারা বাংলাদেশের মানুষও তাবারক খায়, তবুও বিন্দু পরিমাণ টান ফেলতে পারবে না। দেখবেন মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ভাণ্ডারে এক কোণাও খালি হয় নাই। ওরছ শরীফ শেষে দেখা গেলো সত্যিই তা-ই। শত শত গরু কোরবানী করার পরেও অনেক গরু, চাল, ডাল, তেল, নুন, মসলাসহ খাদ্যসামগ্রী অবশিষ্ট রয়ে গেছে। যা দিয়ে এরকম আরো এক ওরছ শরীফের তাবারক বিতরণ সম্ভব। পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র অসীম দয়া ছাড়া এ অসাধ্য সাধন কী করে সম্ভব? আর তা-ই তো আশেকান-জাকেরানদের চোখের মণি, কাল্‌বের নূর খাজাবাবা মুর্শিদ কেবলা কুতুববাগীর এরকম নানা ক্ষেত্রে অসংখ্য কেরামতি ঘটেই চলছে, যা আমাদের উপলব্ধি আর কিছুটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। আল্লাহতায়া'লার শাহী দরবারে শুকুর জানাই। আর ফরিয়াদ জানাই কেবলাজানের স্পর্শ পেয়ে যেন মরতে পারি। আমিন।

অন্তর পবিত্র

শেষ পৃষ্ঠার পর

নৈকট্য লাভ করা। আল্লাহর দিদার লাভের সহজ-সরল পথের সন্ধান পেয়ে সকলেই যেন নিজ নিজ জীবনের নানা হতাশা, দুঃখ-দুর্দশা, রোগ-ব্যাধির মধ্যেও খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজানের উছিলায় আল্লাহর রহমতে আশার আলো দেখতে পেলেন। সিলেট থেকে আসা বাস কাফেলার এক জাকের ভাইজানের কাছে জানতে চাইলাম, আপনি কি এবার নতুন এসেছেন, নাকি আরও এসেছেন? তিনি বলেন- আমি এর আগেও অনেকবার আসছি। বাবার বাড়ির ওরছে না আসতে পারলে মনে শান্তি পাই না। এরপর জিজ্ঞেস করলাম কেন আসেন এখানে? এবার তিনি যা বললেন তাতে আমার বোধদয় হলো যে, সত্যি মানুষ তার আপন আপন পীরকে কত ভালোবাসেন, ঠিক তার চেয়েও বহুগুণ বেশি ভালোবাসেন মুরিদকে তাঁর পীর। নিখাদ ভালোবাসা যার কোন তুলনা হয় না। এরপর অপরিচিত এক জাকের ভাইজানকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনি কেন এসেছেন ওরছে? তিনিও অবাক করে দিয়ে বললেন, আমি ভাই সামান্য প্রেমিক, প্রিয়ার সাথে মিলন করতে এসেছি। জিজ্ঞেস করলাম আপনার প্রিয়া কে? দরবারের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন– আমার প্রিয়া, আমার মুর্শিদ খাজাবাবা কুতুববাগী। এভাবে অনেকের সঙ্গেই আলাপ করে বুঝেছি, প্রতিটি আশেকান-জাকেরান ভাই-বোনের অন্তরই যেন, মুর্শিদ প্রেমের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। অন্য এক জাকের ভাইকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আপনি কোন এলাকা থেকে এসেছেন? তিনি বললেন, আমরা দিনাজপুর থেকে এসেছি, শুধু মুর্শিদের পবিত্র চেহারা মোবারক দেখা আর তাঁর পবিত্র দিলের থেকে নিজের অপবিত্র দিলে তাওয়াজ্জোহ্ পাওয়ার আশায়।

গত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্বজাকের ইজ্‌তেমার আখেরী মোনাজাতে অংশ নেয়া অসংখ্য আশেকান-জাকেরান ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণের একাংশ

মেয়েলোকের বাইয়াত-তরিকা গ্রহণের অকাট্য প্রমাণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুরুষের জন্য যেরূপ ফরজ, মেয়েলোকের জন্যও ঐরূপ ফরজ। আল্লাহ্‌কে লাভ করিবার জন্য এল্‌মে শরিয়ত ও তাসাউফ উভয়ই আবশ্যক হয়। কাজেই এল্‌মে শরিয়ত ও তাসাউফ উভয়ই শিক্ষা করা ফরজ।

এখন যদি কেহ একথা প্রশ্ন করে যে, মেয়েলোকদের পীরের বাড়ি যাওয়া জায়েজ আছে কিনা? উহার উত্তর এই যে, যদি কোন মেয়েলোক বিশেষ কোন দরকার বশত: নেক নিয়তে নিজ স্বামী, পিতা বা ভাইকে সাথে নিয়া পর্দার সহিত পীরের বাড়ি যায় ও শরিয়ত মত থাকে এবং চলা-ফেরা, আসা-যাওয়া শরিয়ত মত করে, তবে জায়েজ আছে। কেন না, নেক নিয়তে পর্দার সহিত ওয়াজ নছিহত ও হজ্জ ইত্যাদি নেক কাজে যাওয়া জায়েজ আছে। যেরূপ আলেমদের ওয়াজ নছিহত শুনিলে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মনের ভাবের অনেকটা পরিবর্তন হইয়া থাকে। তদ্রুপ স্ত্রী ও পুরুষ যখন কোন কামেল পীরের উপদেশ শুনে ও তাওয়াজ্জোহ্ পায়, তখন সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের মনের ভাবের পরিবর্তান হইয়া যায়। অনেক সময় 'বেদাতী বেশরায়ী' লোক, কামেলদের উপদেশে বা তাওয়াজ্জোতে অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ণ মোমেন হইয়া যায়। কামেল অলির এক তাওয়াজ্জোহ্‌তে মানুষের অন্তরের মন্দ গুণগুলি বা কু-রিপুগুলি যেরূপ দূরীভূত হয়। শত ওয়াজ নছিহত ও শত কিতাব পাঠেও উহার সমান হয় না। শুধু এল্‌মে জাহের দ্বারা নিজেকে সংশোধন করিতে পারে না। সুতরাং কি করিয়া অন্যকে সংশোধন করিতে পারে? জামেউল অছুলে আছে, যথা : 'ফাল ইলমু বিল-ইল মিযজ্বোয়াহিরি ফাক্বাদ লা-ইয়াক্বুদিরু আলা ইলাজি ক্বালবিহি কাইফা লি-গাইরিহি'।

অর্থাৎ, যাহারা কেবলমাত্র (১) জাহেরা এলেম শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা নিজেদের কু-রিপুগুলি দূর করিতেই অক্ষম, সুতরাং তাহারা কি করিয়া অন্যের অন্তরকে শুদ্ধ করিবে?

হযরত ইমাম আবু হানিফা (রহ.) যিনি চার মাযহাবের প্রধান ইমাম এবং যাহার লিখিত ফেকার মতানুযায়ী প্রায় মোসলমানই ধর্মের পথে চলিতেছেন। টীকা : (১) বর্তমানে দেখা যাইতেছে, একদল লোক আছে তাহারা মাওলানা, মৌলবী, হাফেজ ও কারী হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের নফসের এছলাহ্ হয় নাই, চরিত্রও আমলদোরস্ত হয় নাই। তাহারা মিথ্যা বলিয়া থাকে, মিথ্যা ফতুয়া দিয়া থাকে, বহু রকম ধোকাবাজি করিয়া থাকে, নাহক বিচারসহ আরও বহু রকম কঠিন পাপের কাজ করিয়া থাকে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, কিতাবী বিদ্যার দ্বারা মানুষের আত্মা শুদ্ধ হয় না। সুতরাং, যে বিদ্যার দ্বারা মানুষের আত্মা শুদ্ধা করা যায়, তাহা শিক্ষা করা ফরজ। কেন না আত্মা শুদ্ধ না হইলে কোন রকম এবাদতই আল্লাহর দরবারে কবুল হইবে না। কাজেই যে বিদ্যায় আত্মা শুদ্ধ হয়, তাহা শিক্ষা করা অবশ্যই ফরজ। দেখা যাইতেছে এল্‌মে তাসাউফ দ্বারা মানুষের আত্মা শুদ্ধ করা যায়। কাজেই মাওলানা, মৌলবী প্রমুখ সকলের জন্যই এল্‌মে তাসাউফ শিক্ষা করা ফরজ হইবে।

তিনি বলিয়াছেন– আমি যদি দুই বছর ইমাম হযরত বাকের (রহ.)-এর খেদমতে থাকিয়া এল্‌মে মারেফত হাসিল না করিতাম, তবে অবশ্যই আমি নুমান ধ্বংস হইয়া যাইতাম। তাই তিনি বলিয়াছেন– 'লাওলা সিন্‌তানি হালাকা নুমান' (লজ্জাতুল ঈমান)।

অর্থাৎ- নুমান যদি দুই বছর ইমাম বাকের (রহ.)-এর খেদমতে থাকিয়া মারেফত শিক্ষা না করতো, তবে নুমান ধ্বংস হইয়া যাইতো। হাদিস শরীফে আছে– মানবের দিল তাজা, আলেমের দ্বারায় এবং তাবাও (ধ্বংস) ঐ আলেমের দ্বারায়, সর্বাগ্রে বেহেশতে যাইবে আলেমগণ এবং সর্বাগ্রে দোযখেও যাইবে আলেমগণ। ইমাম হযরত আবু হানিফা (রহ.) এর মতো মানুষই যদি এ কথা বলতে পারেন যে, হযরত ইমাম বাকের (রহ.)-এর খেদমতে থাকিয়া দুই বছর এল্‌মে মারেফত হাসিল না করিলে, আমি নুমান ধ্বংস হইয়া যাইতাম, তবে আর অন্য লোকের জন্য কী হুকুম হইতে পারে? তাহা পাঠকগণ চিন্তা করে দেখুন।

হযরত মাওলানা রুমী বলিয়াছেন, বছরব্যাপী রোজা করা, সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া এবাদত করা, স্ত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া, সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ না করা, ইত্যাদি কঠোর পরিশ্রম করিলেও তরিকতের বুঝ পাইবে না।

হযরত নবম বছরে শেষ বিদায় হজ্জের (হজ্জাতুল বিদা) পর মক্কা হইতে মদিনার পথের মধ্যে খামেগাদিরে যখন হযরত রাসুলে আকরাম (সঃ) সকল সাহাবাগণের সম্মুখে খোৎবা পাঠ করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, তিনি তাহাদের মধ্যে চিরদিন থাকিবেন না এবং তাঁহার পরলোকগমন নিকটবর্তী, তখন সাহাবিগণ ব্রিবত ও হতভম্ব হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হযরত আপনার পরলোকগমনের পর আমাদের হেদায়েতের অবস্থা কী হইবে? ইহার উত্তরে হযরত রাসুলেপাক (সঃ) বলিলেন যে, আমি তোমাদের জন্য দুইটি বৃহৎ বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। যাহারা উক্ত বস্তুদ্বয়কে শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকিবে, তাহারা হেদায়েত পাইবে এবং যাহারা উহা পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অন্ধকারে পতিত ও পথভ্রষ্ট হইয়া যাইবে। উক্ত দুইটি বস্তুর প্রথমটি কোরআন এবং দ্বিতীয়টি আমার আহ্‌লে বায়েত। এই হাদিসটি সহিহ্ মুসলিমে জায়েদ বিন আকরাম (রা.) হইতে এই প্রকার বর্ণিত আছে– 'আম্মা বাদু আলা আইয়্যুহান নাছু ফাইন্নামা আনা বাসারুন্‌ই ইউসেকু আই ইয়াতি ইয়ানি রাসুলুরাব্বি ফা-উ-জিবু ওয়া আনা তারিকুন ফি-কুমুস সাকালাইন আউয়ালু হুমা কিতাবুল্লাহি ফিহিম নূরু, ওয়াল হুদা ফাখুজু বি-কিতাবিল্লাহি ওয়াস তামছিকুবিহি ওয়াআহ্‌লু বাইতি, উযাককিরু কুমুল্ল-াহা ফি-আহলি বাইতি, উযাককিরু মুকুল্লাহা ফি-আহলি বাইতি মানিত, তাবাহুমা কানা আনাল হুদা ওমান তারাকাহুমা কানা আলা দলালাতিন'।

অর্থাৎ, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলিয়াছেন– অত:পর (হামদ ও সালাতপর) হে মানবগণ, তোমরা সাবধান হও এবং জানিয়া রাখ যে, আমি একজন মানুষ, সম্ভবত শ্রীঘ্রই আমার প্রতিপালকের দুত আমার নিকট আসিয়া পৌঁছিতে পারে এবং আমি তাহার সমন (মালেকুল মৌত) স্বীকার করিয়া লইতে পারি (পরলোকগমন করতে পারি)। অতএব, তোমাদের মধ্যে দুইটি উত্তম ও বৃহৎ বস্তু রাখিয়া যাইতেছি। তাহার প্রথমটি আল্ল-াহ্‌র কিতাব, যাহার ভিতর আল্লাহ্‌র নূর ও হেদায়েত আছে। আল্লাহ্‌র কিতাবকে শক্ত করিয়া ধরো, অনুসরণ করো এবং দ্বিতীয়টি আমার 'আহলে বায়েত' (পরিবারবর্গ) আমার আহলে বায়েত সম্বন্ধে তোমাদিগকে খোদ সরণ করাইয়া দিতেছি। (এই কথা তিনি তিনবার বলিয়াছেন) অর্থাৎ, আমি খোদাতায়া'লাকে সাক্ষি করিয়া তোমাদিগকে আহলে বায়েত সম্বন্ধে বলিতেছি। এই উভয় বস্তুকে যাহারা অনুসরণ করিয়া চলিবে, তাহারা হেদায়েতের পথ পাইবে এবং যাহারা উহা পরিত্যাগ করিবে তাহারা পথভ্রষ্ট হইবে। আহলে বায়েত দ্বারা এখানে তাসাউফপন্থীদের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তবে আহলে বায়েতের কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, আহলে বায়েতের লোক সকলেই এল্‌মে তাসাউফ বিদ্যায় পরিপূর্ণ ছিল। সুতারং আহলে বায়েত তাসাউফপন্থী লোকই হইবে।

কোরআন ও হাদিস দ্বারা আলেমদের জন্যও কামেল অলি ধরা ওয়াজের প্রমাণ হইতেছে। এখন চিন্তা করিয়া দেখুন, আলেমদের জন্যই যদি মারফেত এখতিয়ার করা ওয়াজের হইতে পারে, তবে সর্বসাধারণের জন্য কী হইবে!

আবার বহু লোক এই ধারণায় আছে যে, নিজেদের দোষ সংশোধন করিয়া ও নিজেকে নিজে ভালো করিয়া এবং দুনিয়ার ঝামেলাকে কমাইয়া, কোন একজন পীরের নিকট যাইবে। শামছুল আরেফিন কিতাবে লিখিয়াছে যে, এইসব শয়তানের ধোকা ভিন্ন আর কিছুই নহে। কেন না কামেল অলির দোয়া ও তাওয়াজ্জোহ্‌তে যে সব দোষ দূর হয়, নিজে শত সহস্র বছর চেষ্টা করিয়াও উহার কিছু করিতে পারে না।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
মানবসেবাই পরম ধর্ম
–খাজাবাবা কুতুববাগী
আই সি ইউ ও লাইফ সাপোর্ট পাওয়া যায়
২৪ ঘন্টা সেবা দেয়ার জন্য আমরা প্রস্তুত
মুসলিম এ্যাম্বুলেন্স সার্ভিস
পরিচালনায়
মোহাম্মদ আবু হানিফ
সমগ্র বাংলাদেশে মৃত দেহ বহন
বি:দ্রঃ রোগীদের জন্য এসি, নন এসি গাড়ি, অক্সিজেন ও লাশবাহী ফ্রিজিং গাড়ির ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ : ০১৭১৬২৬৯০৩৮ ও ০১৮১৯২৭১০৫৭
ঠিকানা : ৭/৪ ব্লক- সি, লালমাটিয়া মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭

লেখা ও বিজ্ঞাপণ আহ্বান

সম্মানীত পাঠক
মাসিক আত্মার আলো পত্রিকায়, সূলভ মূল্যে রঙিন বিজ্ঞাপণ ছাপিয়ে আপনাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাফল্যে আমরাও সামান্য ভূমিকা রাখতে চাই।

ইলমে তাসাউফ-সূফীবাদ সম্পর্কে আপনাদের চিন্তা ও চেতনা লেখার মাধ্যমে যদি প্রকাশ করতে চান কিংবা আত্মার আলো'তে প্রকাশিত লেখা নিয়ে কোন মতামত থাকে, তবে পাঠিয়ে দিন আমরা গুরুত্বের সঙ্গে প্রকাশ করবো ইন্‌শাআল্লাহ্। লেখা ও বিজ্ঞাপণের জন্য যোগাযোগ–

সম্পাদক
মাসিক আত্মার আলো/কুতুববাগ দরবার শরীফ
৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
০১৭২৬৪৫৯০০৪, ০১৭২৩৪৮২২৯৪, ০২-৮১৫৬৫২৮
ই-মেইল: masikattaralo@gmail.com
www.kutubbaghdarbar.org.bd

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
কুতুববাগ প্রিপারেটরী স্কুল
২৭ হাজী দিল মোহাম্মদ এভিনিউ, ঢাকা উদ্যান, মোহাম্মদপুর ঢাকা ১২০৭
ভর্তি চলছে ভর্তি চলছে
প্লে-গ্রুপ থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত
বিষয় : (ক) বাংলা ভার্ষণ (খ) মানবিক
(গ) বানিজ্য (ঘ) বিজ্ঞান শাখা
২০১৪ সালের পি.এস.সি পরিক্ষায় মোট ২০ জন
পরিক্ষার্থীর মধ্যে ১৯ জন 'এ+' পেয়েছে।
বাকি একজন 'এ' গ্রেডে উন্নিত হয়েছে।
শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশই আমাদের সাফল্য
যোগাযোগ : ০১৯১৮৫০৪৬৫৬, ০১৯৭৭৪২৫৯৮৪
ই-মেইল : kbsp2009@yahoo.com

আমার দিকে যে ব্যক্তি রুজু হয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণ কর
–আল কোরআন

আমার আলো

গত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমায় লাখ লাখ আশেকান-জাকেরান ও ধর্মপ্রাণ মুসল্লিগণের উপস্থিতিতে দিক-নির্দেশনামূলক মহামূল্যবান নছিহতবাণী পেশ করছেন খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান হুজুর

কুতুববাগী কেবলাজানের বিশেষ কেরামতি প্রকাশ

সেহাঙ্গল বিপ্লব

আমাদের এবারের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই সারাদেশে চলছিলো লাগাতার হরতাল-অবরোধ, যা এখনো চলমান। যা-ই হোক, এ লেখা রাজনীতি বা জাগতিকতা নিয়ে নয়। তবু যা কিছু ঘটে তা, এ জগতেই ঘটে এবং ঘটতেই থাকবে। পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন যিনি 'কূন-ফাইয়া-কূন' এর মালিক, তিনিই পবিত্র কোরআনের একাধিক স্থানে তাঁর প্রিয়বান্দা তথা কামেলপীর-মুর্শিদের কথা বলেছেন। আবার দয়াল নবীজি (সঃ) সাক্ষি স্বরূপ পবিত্র হাদিসে বলেছেন– 'আউলিয়ায়ে কিরামাতুন হাক্কুন'। অর্থাৎ, অলি-আল্লাহ্দের কেরামত সত্য'। তেমনই এক অলৌকিক কেরামত এর কথা আপনাদের বলছি। যা নিজে না দেখলে, না শুনলে কিংবা উপলব্ধি না করলে, অনেকের পক্ষেই বিশ্বাস করা কঠিন। তবুও অবিশ্বাসী কিংবা অল্পবিশ্বাসী সবাইকেই মানতে হবে, অলি-আল্লাহ্দের অলৌকিক শক্তির উজ্জল দৃষ্টান্ত যুগে যুগে এ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে।

তাঁদের জীবন ও সাধনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত দরদী মনের অধিকারী এবং সব মানুষের জন্য সদা কল্যাণকর পথের দিশারী। যে পথের সন্ধান বই-কিতাব পড়ে পাওয়া যাবে না, বোঝাও যাবে না। বুঝতে হলে কামেল মুর্শিদ নামের দীক্ষা-গুরুর সাহায্য নিতে হয়। কারণ, এই সুপথ কোন দেশের মানচিত্রে আঁকা নেই, তা শুধু নিজ নিজ দেহ রাজ্যের ভেতর নিহিত রয়েছে। বর্তমানে কামেল পীর ছাড়া এই পথের খবর কেউ জানেন না। এ পথের সন্ধান যে পাবেন না, সে অনন্ত জীবনের সঠিক গন্তব্যেও যেতে পারবে না। ভুল পথ ধরে কত মানুষ হারিয়ে ফেলছেন, জীবনের অমূল্য সম্পদ আমল ও ঈমান। আর শয়তানের অনুসারি হয়ে চলেছেন কবরে। আমরা সবাই কম বেশি জানি, ঈমান নিয়ে কবরে যেতে না পারলে, বেঈমানদের উপযুক্ত স্থান হবে জাহান্নাম।

২২ ও ২৩ জানুয়ারি ২০১৫ এর ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমার প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছিলো ২০১৪ সালের নভেম্বর থেকে। কুতুববাগী কেবলাজানের মহামূল্যবান নছিহতবাণী দেশ-বিদেশে প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে, আশেকান ও জাকেরান কর্মী ভাই- বোনেরা নিরলস স্বেচ্ছাশ্রম করে যাচ্ছিলেন। সুচারুরূপে এবারের ওরছ শরীফ সফল করা নিয়েও কর্মী ভাই-বোনদের ভাব-নার কমতি নেই। এমনই এক সময়, এক জাকের ভাইজান অতি আদবের সঙ্গে কেবলাজানকে বললেন- বাবা, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দিন দিন যেভাবে অস্থির হয়ে উঠছে, এর কোন প্রভাব ওরছ শরীফে না পড়ে, সেজন্য আপনার দোয়া চাই। এ কথা শুনে কেবলাজান বলেন- বাবা, চিন্তা করেন না, আমরা রাসুল (সঃ) এর সত্য তরিকার বাণী প্রচার করছি। আল্লাহই আমাদের সাহায্য করবেন, কোন সমস্যা হবে না, সব ঠিক ঠাক মতোই হবে। অন্য এক জাকের ভাইজান বললেন- বাবা, ওরছের সময়ও পরিস্থিতি এমন থাকলে ঢাকার বাইরে থেকে অসংখ্য আশেকান-জাকেরান ভাই-বোনের আসতে অসুবিধা হতে পারে। আপনি দোয়া করবেন যেন, সবাই ওরছ শরীফে শামিল হতে পারে। এবারও অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে কেবলাজান বললেন, বাবারা, আপনারা মন-তন দিয়ে ওরছের কাজ করে যান, দেখবেন কোথাও কোন রকমের ত্রুটি হবে না। আমার জাকেরদের কোন ক্ষতি হবে না, তারা হাউশে-মহব্বতে আল্লাহ্র জিকির করতে করতে ওরছে শরীফে আসবেন। আপনাদের কোন ভয় নাই, আপনারা দয়াল নবীজির সত্য তরিকার সালেক, কেউ আপনাদের চুল পরিমাণ ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহতায়া'লা জাকেরদেরকে বেহেশতি চাদর দিয়ে ঢেকে নিয়ে আসবেন। তাদের কোন ভয় নাই।

মুর্শিদ কেবলাজানের উছিলায় পুরোদমে এগিয়ে যেতে লাগলো দরবার শরীফ সংলগ্ন আনোয়-ারা উদ্যানে সুবিশাল প্যাণ্ডেল, তোরণ নির্মাণ এবং সেই সাথে দেশ-বিদেশে প্রচার ও দাওয়াতের কার্যক্রম'। দেখতে দেখতে ওরছ শরীফের দিন কাছে আসতে লাগলো, কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কোন উন্নতি নেই, দিন দিন যেন আরও ঘনিভূত হচ্ছে অচলাবস্থা।

২-এর পাতায় দেখুন

অন্তর পবিত্র করলে অন্ধকার দূর হয়

এইচ মোবারক

অন্তর পবিত্র করো, নিজেকে এবাদতে নিয়োজিত রাখার চেষ্টা করো, পাড়া প্রতিবেশির হক আদায় করো, রোজা পালন করার চেষ্টা করো। শুধু শরিয়তি শিক্ষা অর্জন করে নিজেকে পুর্ণাঙ্গ শিক্ষিত করা সম্ভব নয়, শরিয়তের সাথে সাথে মারেফতের শিক্ষাও নিতে হবে। মারেফত হচ্ছে অতি গোপনেরও গোপন। এখন প্রশ্ন, গোপনের আবার গোপন কী? আমরা যাহা দেখি নাই এবং চিনিওনা মূলত তাহাই গোপন। মারেফত হচ্ছে আপন মুর্শিদের উছিলার মাধ্যমে নিজ দেহের মোকাম মঞ্জিলে যাওয়া। যাহা আমি অতীতে দেখি নাই, জানিও না। আর এই অদেখা, অজানা বিষয়টি সুন্দরভাবে চেনা-জানার মাধ্যমে আল্লাহতায়া'লা তথা দয়াল নবীজিকে চেনা ও বোঝার নামই হলো প্রকৃত মারেফত। তবে আগে অবশ্যই নিজের অন্তরাত্মাকে সঠিক পথে এনে দাঁড় করাতে হবে।

আজ আপনাদের একটা কথা বলে যাচ্ছি, শরিয়ত, তরিকত, হাকিকত ও মারেফত এ সকলকিছুই একত্রে পাওয়া সম্ভব সূফীবাদের শিক্ষার মধ্যে। গত ২২ ও ২৩ জানুয়ারি কুতুববাগ দরবার শরীফের ঐতিহাসিক মহাপবিত্র ওরছ ও বিশ্ব জাকের ইজতেমায় খাজাবাবা কুতুববাগী কেবলাজান, তাঁর দিক-নির্দেশনা ও মহামূল্যবান নছিহত পেশ করতে গিয়ে, তিনি আরো বলেন– যারা হুজুরি দিলে সালাত কায়েম করতে চান, যাকাত আদায় করতে চান এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত দয়াল নবীজির সত্য তরিকার দাওয়াত প্রচার করেন। তারা আল্লাহতায়ালার নিকট অতি প্রিয়। পবিত্র কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো বলেন– 'আলা ইন্না আউলিয়া আল্লাহি লা-খাওফুন, আলাইহিম ওয়ালাহুম ইয়াহ্যানুন'। অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধু-অলি-আউলিয়াগণের কোন ভয় নেই এবং তারা কোন কারণে দুঃখিত হবেন না। আর যারা বলেন, কোরআনে কোথাও পীর নাই। তাদেরকে বলি, আপনারা কোরআনে কোথাও নামাজ পাইছেননি? পান নাই, কোরআনে বিরাশি স্থানে আছে সালাত। সালাত। আর সারাজীবন নামাজ খুঁজলে, পাইবেন না। তাই পীর হইলো ফার্সী শব্দ, কোরআনে আছে, মুর্শিদ। মুর্শিদ। অলিয়াম মোর্শেদা'। তাই বাবারা, তর্ক কইরেন না, তর্ক করে কোন ফল হবে না।

সারাদেশে চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও অগণিত মানুষের ঢল, যেন এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল ফার্মগেটে। অসংখ্য নবী-রাসুল ও অলি আল্লাহ্দের রূহানি আত্মার মহা-মিলনের এই দ্বীনি মাহফিলে প্রতিটি আশেকান ও জাকেরান ভাই-বোনই মশগুল ছিলেন মুর্শিদের উছিলায় গুনাহ্ থেকে মুক্তি আর প্রাণপ্রিয় মুর্শিদের পবিত্র শিক্ষা আত্মশুদ্ধি, দিল জিন্দা ও নামাজে হুজুরি (একাগ্রতা) অর্জন করা। এবং এর মাধ্যমে মহান আল্লাহতায়া'লার

২-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক : নাসির আহমেদ, সম্পাদকমণ্ডলী : রানা শফিউল্লাহ, আলহাজ জয়নাল আবেদীন, মোঃ কামরুল ইসলাম, নির্বাহী সম্পাদক : সেহাঙ্গল বিপ্লব
প্রকাশক : মোহাম্মদ ইউনূছ কর্তৃক কুতুববাগ মোজাদ্দেদিয়া প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সদর দপ্তর : কুতুববাগ দরবার শরীফ, ৩৪ ইন্দিরা রোড, ফার্মগেট, ঢাকা।
ফোন : +৮৮-০২-৮১৫৬৫২৮, মোবাইল : +৮৮-০১৭২৬ ৪৫৯ ০০৪, ০১৭২৩ ৪৮২ ২৯৪, ই-মেইল : masikattaralo@gmail.com, www.kutubbaghdarbar.org.bd.